# এনফোর্সমেন্ট বুলেটিন

(এপ্রিল ২০২৫)

## পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

# এনফোর্সমেন্ট বুলেটিন


**নির্দেশনায়**

**ড. মোঃ কামরুজ্জামান**, এনডিসি
মহাপরিচালক

**তত্ত্বাবধানে**

**ড. মুঃ সোহরাব আলী**
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

**সম্পাদনায়**

**সৈয়দ ফরহাদ হোসেন**
পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)

**সহযোগিতায়**

**মো: আ: সালাম সরকার**
উপপরিচালক

**সৈয়দ আহম্মদ কবীর**
উপপরিচালক

**ইয়াসমিন আক্তার**
সহকারী পরিচালক

**মো: রেজুওয়ান ইসলাম**
সহকারী পরিচালক

**প্রকাশকাল**

মে ২০২৫

**প্রকাশক**

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

**পরিবেশ ভবন**
ই/১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-২২২২১৮৫০০, ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, ফেসবুক: facebook.com/doebd

**পরিচালক**
মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং
পরিবেশ অধিদপ্তর

# মুখবন্ধ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সুরক্ষা তথা পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূষণ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) ও এর অধীনে জারিকৃত বিভিন্ন বিধিমালাসমূহসহ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭; বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০; ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯) সহ অন্যান্য আইনের আলোকে দেশব্যাপী এনফোর্সমেন্ট অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে।

বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় মার্চ/২০২৫ মাসেও পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক মাসিক বুলেটিন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মার্চ/২০২৫ মাসে অবৈধ পলিথিন, ইটভাটা, নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশে ২৮৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মোট ৪৯৬ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ৫,৫৫,৩৯,১০০/- (পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশত) টাকা জরিমানা ধার্যসহ আদায় করা হয়েছে এবং আনুমানিক ২২৯৮৯ কেজি পলিথিন ও ৫০ টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়েছে। দেশব্যাপী পরিচালিত মোবাইল কোর্টের এ সকল তথ্যাদি অত্র বুলেটিনে সংকলন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় নিয়মিত পরিবেশ দূষণ বিরোধী কার্যক্রম সাম্প্রতিককালে অনেক বেগবান করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রম বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে যা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। এছাড়াও পরিবেশ দূষণকারী মোট ৭৭টি হাসপাতাল-ক্লিনিক, ইটভাটা, শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রদান করে শুনানির মাধ্যমে মোট ১,০৭,১৬,০৭১/- (এক কোটি সাত লক্ষ ষোল হাজার একাত্তর ) টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে এবং ১২ টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষার মহতী উদ্যোগের অংশ হিসাবে দেশব্যাপী পরিবেশ দূষণ বিরোধী অভিযান পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞ এর্ডিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সার্বিকভাবে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসকগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইসাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক পরিবেশ দূষণ বিরোধী অভিযানের মাসিক বুলেটিন প্রকাশে সহযোগিতার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

**সৈয়দ ফরহাদ হোসেন**

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১ | পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৭ ধারার আওতায় এপ্রিল ২০২৫ মাসে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম। | ৩ |
| ২ | মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক এপ্রিল ২০২৫ মাসে মনিটরিং কার্যক্রম। | ৪ |
| ৩ | এপ্রিল ২০২৫ মাসের সমগ্র বাংলাদেশে পরিচালিত পরিবেশ দূষণ বিরোধী মোবাইল কোর্ট অভিযানসমূহ। | ৫-১৩ |
| ৪ | এপ্রিল ২০২৫ মাসে সমগ্র বাংলাদেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত/প্রচারিত পরিবেশ দূষণ বিরোধী মোবাইল কোর্ট অভিযানসমূহ। | ১৪-১৬ |

# পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৭ ধারার আওতায় এপ্রিল ২০২৫ মাসে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

চিত্র: এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানি গ্রহণ

ছবি: এনফোর্সমেন্ট শাখায় শুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি

এপ্রিল ২০২৫ মাসে ইটভাটা, শিল্প কারখানা, পাহাড় কর্তন, জাহাজ ভাঙ্গা, পুকুর ভরাট, হাসপাতাল ইত্যাদির বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণ বিরোধী কার্যক্রমে মোট ১৪৩ (একশত তেতাল্লিশ) টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ১,৫৫,৫১,৪৫৩/- (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ একান্ন হাজার চারশত তিপ্পান্ন) টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ১,০৯,৬৪,৬৬৮/- (এক কোটি নয় লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছয়শত আটষট্টি) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়।

**বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৭ (১) ধারা অনুযায়ী প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ:** মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতি সাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমান নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরুপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

**বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৯ (২) ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা অর্পণ:** মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

# মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক এপ্রিল ২০২৫ মাসে মনিটরিং কার্যক্রম

এপ্রিল/২০২৫ মাসে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প কারখানায় পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ঙ, ১৫(১) ধারা অনুযায়ী জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড আরোপযোগ্য।

**০৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ অনুযায়ী ঢাকা মহানগরের আজিমপুর এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২টি মামলার মাধ্যমে ২ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বগুড়া জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৩০০ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দোকান মালিক ও সাধারণ জনগণকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার বিষয়ে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়।

**০৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ময়মনসিংহ জেলার মেসার্স এশিয়া ব্রিকস (ফিক্সডচিমনী) কে ৪ লক্ষ টাকা; গাজীপুর জেলার এস এস স্টিল লিমিটেডকে ৪ লক্ষ টাকা; রয়েল প্লাস্টিককে ৬০ হাজার টাকা; খান ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশনকে ৩০ হাজার টাকা; নিউ সাতক্ষীরা ঘোষ ডেইরিকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মাত্রাতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমন করার দায়ে ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলার মাধ্যমে ১৫ হাজার ৫শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। এছাড়াও শান্তিনগর ও শরীয়তপুর জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ১ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২২ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের পুরানা পল্টন এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ অনুযায়ী ঢাকা মহানগরের ধানমন্ডি এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫টি মামলার মাধ্যমে ৫ হাজার জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। এবং ০৫টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে বরগুনা, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ, রংপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ৫ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৪টি মামলার মাধ্যমে ৪৪ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ১০টি ইটভাটার চিমনী ও কাঁচা ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ১টি ইটভাটার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়াও ১ জনকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

**০৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে বগুড়া জেলার মেসার্স শেখ ব্রিকস/নাফিস ব্রিকসকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; মেসার্স এ এস ব্রিকসকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; মেসার্স এস টি বি ব্রিকসকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; মেসার্স বিল্ডিং কেয়ার টেকনোলজিকে ৫০ হাজার টাকা; মায়ের হাসি জেনারেলহাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৩০ হাজার টাকা; মুন্সীগঞ্জ কেয়ার হাসপাতালকে ৩০ হাজার টাকা; টাঙ্গাইলের মেডিল্যাব ডায়াগনস্টিক(প্যাথলজিক্যাল) কে ২৫ হাজার টাকা; নওগাঁর বাংলাদেশ বেটার কেয়ার হসপিটাল এন্ড ল্যাবকে ৩০ হাজার টাকা; মেসার্স আর এন ফেব্রিক্স বিডি লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা এবং মেসার্স এশিয়া মাল্টি এগ্রো ফুডকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।

**১৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে নেত্রকোণা জেলার আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ১৫ হাজার টাকা; খুলনা জেলার নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা; ভিক্টোরিনাসিং এন্ড ইনফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা; নওগাঁ জেলার মেসার্স মোল্লা ব্রিকস (এসএমবি) কে ৫ লক্ষ টাকা; মেসার্স রাহিদ এন্টারপ্রাইকে ৫ লক্ষ টাকা; মেসার্স বি ডিসি ও ব্রিকসকে ৫ লক্ষ টাকা; মেসাস রিফাত ব্রিকস ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; মেসার্স দ্বীপ ব্রিকস ফিল্ডকে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; নরসিংদী জেলার মেসার্স অনিন টেক্সটাইলকে ৫০ হাজার টাকা এবং ঢাকা জেলার রহমান ডায়াগনস্টিককে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।এছাড়াও শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৩টি মামলার মাধ্যমে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৩৪৭ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যেমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। নীলফামারী জেলায় শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ ধারা লংঘন করার দায়ে ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৩টি মামলার মাধ্যেমে ১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০৩টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জ, ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৩টি মামলার মাধ্যমে ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ৬টি ইটভাটার চিমনী ও কাঁচা ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

**১৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে খুলনা জেলার খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; মুন্সীগঞ্জ জেলার নিউ লাইফ ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা; যশোর জেলার গ্রীন বোর্ড এন্ড ফাইবার মিলস লিঃ কে ৫০ হাজার টাকা; ঢাকা জেলার গেবি ইন্ডাস্ট্রিজকে ৪৫ হাজার টাকা; লাবিব টেক্স কেম-কে ১৫ হাজার টাকা; বাগেরহাট জেলার মানিক ব্রিকসকে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এছাড়াও ঢাকা

বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ এর বিধি ১১, ১৭ অনুযায়ী অবকাঠামোগত নির্মাণসামগ্রীতে বায়ু দূষণের অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

মহানগরের ধানমন্ডি এবং সিরাজগঞ্জ, ঝালকাঠি ও রাজবাড়ী জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে ৯ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১০৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ু দূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের লালমাটিয়া এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১টি মামলার মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। রাজবাড়ী, পঞ্চগড় ও যশোর জেলায় ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৯টি মামলার মাধ্যমে ৬ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১১টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫টি মামলার মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ৫টি ইটভাটার চিমনী ও কাঁচা ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বায়ুদূষণকারী সীসা/ব্যাটারী কারখানার বিরুদ্ধে গাজীপুর জেলায় ১ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করাসহ ০১ টি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়।

**২০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ু দূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের আদাবর এবং উত্তরা এলাকায় ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৮টি মামলার মাধ্যমে ৩৯ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্যপূর্বক আদায় করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে যশোর জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বায়ুদূষণকারী সীসা/ব্যাটারী কারখানার বিরুদ্ধে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জে ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫টি মামলার মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করাসহ ০৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। অবৈধভাবে পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে বান্দরবান জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬-এর বিধি ৮(১), ১৮(২) অনুযায়ী মানমাত্রা অতিক্রম করে হর্ণ বাজানো অপরাধে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

**২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার ঝিনাই ইলেকট্রিককে ৫০ হাজার টাকা; গাইবান্ধা জেলার হেলথ প্লাস ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৩০ হাজার টাকা; মেসার্স গফুর চাউল কলকে ২০ হাজার টাকা; গাজীপুর জেলার থ্রি-বি রিয়েকটিব প্রিন্ট লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা; ঢাকা জেলার মেসার্স আজিজ ট্রেডিং কারখানাকে ১০ হাজার টাকা এবং মাদারীপুর জেলার সিটিহসপিটাল এন্ড ডায়াঃ সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এছাড়াও ঝালকাঠি জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ১ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১.৪ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। শব্দদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৩টি মামলার মাধ্যমে ৪ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বায়ুদূষণকারী সীসা/ব্যাটারী কারখানার বিরুদ্ধে ঢাকা জেলার নরসিংদী ১ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

**২২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করে বরগুনা জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২টি মামলার মাধ্যমে ৯ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১১ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের মানিকমিয়া এভিনিউ এলাকায় এবং শেরপুর জেলায় ২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলার মাধ্যমে ৭ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায়সহ মোট ১১টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০২২অনুসারে বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের ধানমন্ডি এলাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়। কালো ধোঁয়া নির্গমন করার দায়ে ঢাকা মহানগরের মানিকমিয়া এভিনিউ এলাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে ৯ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক, ১৫(১) ধারা অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত ব্যাটারী ভাঙ্গা বা আগুনে গলানো অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড আরোপযোগ্য।

**২৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ময়মনসিংহ জেলার এজিলেন্ট টাইলস ইন্ডাঃ লিমিটেডকে ১২ লক্ষ টাকা; কিম্বারলি ডিজাইন লিমিটেডকে ৮০ হাজার টাকা; নারায়ণগঞ্জ জেলার ঢাকা লুব ওয়েল লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা; এস এস রাবার ইন্ডাস্ট্রিজকে ২৫ হাজার টাকা; খুলনা জেলার গাজী মেডিকেলকলেজ এন্ড হাসপাতাল লিমিটেডকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; মেসাস ইসরাক ট্রেডাসকে ১ লক্ষ টাকা; গাজীপুর জেলার ওরলিয়েনকে ২০ হাজার ২৫০ টাকা; বোরাক ওয়াশিং লিমিটেডকে ৭০ হাজার ৫৬০ টাকা; ঢাকা জেলার নবীনগর টেক্সটাই কে ২ লক্ষ টাকা; লিন্ডা ইলাস্টিক লি: কে ৮৯ হাজার ৬৯০ টাকা; রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনকে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩২৮ টাকা; কোহিনূর কেমিক্যাল কোং (বিডি) লি: কে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭০০ টাকা; জিপি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপকে ৩০ হাজার টাকা; আল বারাকা মেডিকেল সেন্টার লি: ২৫ হাজার টাকা; মানিকগঞ্জ জেলার এভার লাইফ ব্যাটারী রি-সাইকেলিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:কে ৪১ হাজার ৮০০ টাকা; টাঙ্গাইল জেলার জিমে নিউ এইজ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং কোং লি কে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০০ টাকা; কিশোরগঞ্জ জেলার ডেল্ট ফার্মা লি: ১৫ হাজার ৩০০ টাকা; মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এছাড়াও, বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মাগুরা, ঠাকুরগাঁও ও ময়মনসিংহ জেলায় ৩ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৭ টি মামলার মাধ্যমে ২২ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ৮টি ইটভাটার চিমনী ও কাচাঁ ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ৩ টি ইটভাটার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের আমিনবাজার এলাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলার মাধ্যেমে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় ।

**২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার সোহাগ ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টারকে ৩০ হাজার টাকা; গাজীপুর জেলার নর্দান ফ্যাশনস লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা; ল্যাভেন্ডার ফুড এন্ড বেকারি লিমিটেডকে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এছাড়াও, নির্মার্ণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের আফতাবনগর ও ধানমন্ডি এলাকায় ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যেমে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও খুলনা জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৭ টি মামলার মাধ্যমে ১০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১২৯৩৮ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে নড়াইল ও ঝালকাঠি জেলায় ২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২টি মামলার মাধ্যমে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ১ টি ইটভাটার চিমনী ও কাচাঁ ইটভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ৩ টি ভাটার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। শব্দদূষণ করার দায়ে কুমিল্লা এলাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২ টি মামলার মাধ্যেমে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬খ, ১৫(১) ধারা অনুযায়ী পলিথিন বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

**২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে বায়ুদূষণনিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। যশোর, গোপালগঞ্জ ও ভোলা জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫টি মামলার মাধ্যমে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৪২৬৪ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৩টি মামলার মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ৫টি ইটভাটার চিমনী ও কাচাঁ ইটভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। শব্দদূষণ করার দায়ে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ এলাকায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৯টি মামলার মাধ্যমে ১৩ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় । মাত্রাতিরিক্ত কালোধোঁয়া নির্গমন করার দায়ে ঢাকা মহানগরের মিরপুর এলকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে ৯ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

**২৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে পাবনা জেলার মেসার্স এম এন বি ব্রিকসকে ৫ লক্ষ টাকা; মেসার্স চাচাভাতিজাব্রিকস (এম.এইচ.বি) (ড্রামচিমনী)কে ৫ লক্ষ টাকা; আর এ এফ ব্রিকসকে ২লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; মেসার্স এ এন্ড বি ব্রিকস (ড্রামচিমনী) কে ৫ লক্ষ টাকা; মেসার্স মনিরুদ্দিন ব্রিকস (এম.ইউ.বি) (ড্রামচিমনী)কে ৫

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪, ১৪ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের নিকট হতে লাইসেন্স ব্যতীত ইট প্রস্তুত বা ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালুর জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

লক্ষ টাকা; মেসার্স এস আর বি ব্রিকস (ড্রামচিমনী কে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; মেসার্স এস.এম.বি ব্রিকস (ড্রামচিমনী) কে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এছাড়াও, নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও এবং খিলগাঁও এলাকায় ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলার মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বরিশাল, চাঁদপুর এবং রাজশাহী জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৬৭০ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। টায়ার পাইরোলাইসিস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আশুলিয়া, ঢাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা সহ ১টি কারখানা উচ্ছেদ করা হয়। অবৈধসীসা/ব্যাটারী কারখানার বিরুদ্ধে আশুলিয়া, ঢাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করাসহ ১টি কারখানা উচ্ছেদ করা হয়।

**২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ** তারিখে কালোধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরের শেরেবাংলা নগর এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলার মাধ্যমে ১১ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় । ফেনী, নওগাঁ ও ভোলা জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে ১৪ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৯৭ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এরধারা ৫, ১৫ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করলে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি: তারিখে কালোধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরের মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৯টি মামলার মাধ্যেমে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০৮ টি গাড়িচালককে সর্তক করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ অনুসারে বায়ুদূষণ করার দায়ে গাজীপুর জেলায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যেমে ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১টি প্রতিষ্ঠানকে সর্তক করা হয়। চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, পিরোজপুর ও ফেনী জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ০৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৯টি মামলার মাধ্যমে ২৮ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৩৮৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পাবনা, ময়মনসিংহ ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১২টি মামলার মাধ্যমে ১৯ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ৬টি ইটভাটার চিমনী ও কাচাঁ ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। শব্দদূষণ করার দায়ে পিরোজপুর, পঞ্চগড়, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ, রংপুর, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, শেরপুর, নওগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, শরীয়তপুর, যশোর, কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুমিল্লা, মাগুরা, বান্দরবান, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, নাটোর, দিনাজপুর, সিলেট, নরসিংদী, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৩১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৬৮টি মামলার মাধ্যমে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৬৫ টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ (১), ১৫(১) ধারা অনুযায়ী স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মান মাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালুর অপরাধে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য।

## সাতক্ষীরায় পলিথিনের ব্যবহার বর্জন বিষয়ে জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন




অযথা হর্ন আমাদের সন্তানদেরও বধির করছে

# রংপুরে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান: ২০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

## কুমিল্লার বালুতুপায় বালু জব্দ, প্রকাশ্যে নিলামে উঠালো প্রশাসন

প্রকাশের সময় : সোমবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৫ / ৪৭ বার পঠিত




কুমিল্লায় অবৈধভাবে বালু দ্বারা পুকুর ভরাট করার অপরাধে জব্দকৃত বালু জব্দ করে তা প্রকাশ্যে নিলামে তুলেছেন জেলা প্রশাসন। সোমবার (৭ এপ্রিল) কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলাধীন জগন্নাথপুর ইউনিয়নের গোলাবপুর মৌজার বালুতুপা গ্রামে এ নিলামের আয়োজন করেন আদর্শ সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিনা তাহের। এ সময় অনুমানিক ১ লাখ ২০ হাজার অফুট বালু নিলামে তুলা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট হাছানুল মোস্তফা, উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জগন্নাথপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের উপ-সহকারী আবু বকর চৌধুরী।

এ বিষয়ে উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিনা তাহের সাংবাদিকদের জানান- বালুতুপা নামে এই এলাকায় একটি শতবছরের পুকুর ছিলো। সেটি একটি কুচক্র মহল বালু দ্বারা ভরাট করে ফেলেছে। তারই প্রেক্ষিতে আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছি। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকেও এখানে করণীয় জানা হয়েছে। এখানে যে বেআইনিভাবে বালু দিয়ে পুকুরটি ভরাট করা হয়েছে। তা আমরা জব্দ করেছি। যা আজকে প্রকাশ্যে নিলামে তুলা হয়েছে। সেই অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। অতিশীঘ্রই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমরা পুনরায় এ পুকুরটি খনন করে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। যারা এ ধরণের কাজে জড়িত থাকবে, তাদের জন্য আমাদের মেসেজ – যারা এভাবে পুকুর ভরাট করবে, তারা কেউই ছাড় পাবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন হয়েছে, তা দুর্বৃত্ত করেছে। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানে চকবাজার পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই ইমিনামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ও সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ কাজে সহায়তা করেন।

অদ্য ০৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে দিনাজপুর জেলার সদর, চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর উপজেলায় পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীনভাবে পরিচালনা করায় ০৮(আট)টি অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের অপরাধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে প্রতিটিকে ৬,০০,০০০/-(ছয় লক্ষ) টাকা করে সর্বমোট ৪৮,০০,০০০/-(আট চল্লিশ লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্য করে আদায় করা হয় এবং দুটি ইটভাটার আগুন নিভিয়ে ও চিমনি ভেঙে দিয়ে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়াও আরো ০২ দুটি বন্ধ ইটভাটার বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকার মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং এর বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন। উক্ত অভিযানে প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর এর পরিদর্শক প্রভাতি রানী। এসময় পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো: ফরিদ মিয়াসহ র‍্যাব-13, জেলা পুলিশ, সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস এর সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অভিযানকৃত ইটভাটাগুলো হচ্ছে- ১। এস আর বি ব্রিকস, সদর দিনাজপুর; ২। এবি ব্রিকস, রানীপুর চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; ৩। আর.এস ব্রিকস, কারেন্টের হাট, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; ৪। সিটি আর.এস ব্রিকস, ঘুঘুডাঙ্গী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; ৫। এস.কে ব্রিকস, আউলিয়াপাড়া, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; ৬। এস এইচ বি ব্রিকস, মোল্লাগঞ্জ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ৭। এস আর বি-২, মধুপপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ৮। এম.এস.বি ব্রিকস, ভাঙ্গাপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এরকম অভিযান অব্যাহত থাকবে।



অযথা হর্ন আমাদের সন্তানদেরও বধির করছে

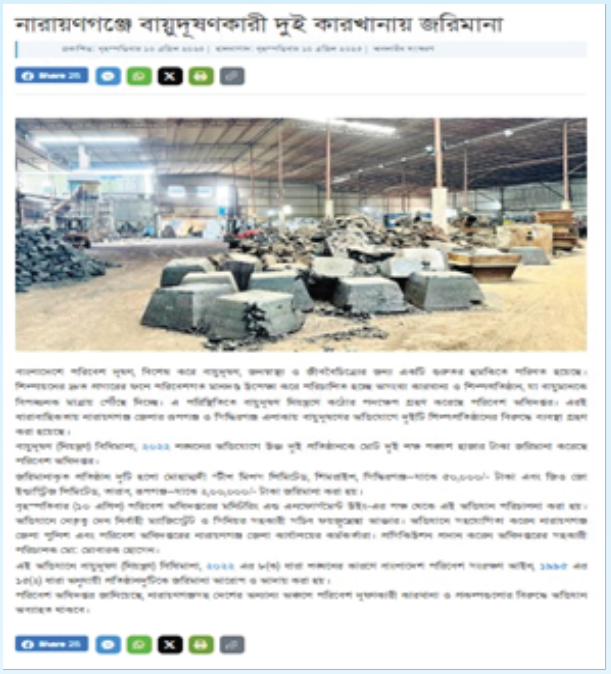

## নারায়ণগঞ্জে বায়ুদূষণকারী দুই কারখানায় জরিমানা

## দূষণবিরোধী বিশেষ অভিযান: ২৪ কোটি টাকা জরিমানা, ৬৪৮ ইটভাটা বন্ধ



## বায়ুদূষণ রোধে ঢাকা, বরিশাল ও গাইবান্ধায় অভিযানে জরিমানা আদায়



আলোকিত বাংলাদেশ

## নারায়ণগঞ্জের বায়ুদূষণকারী দুই কারখানাকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

● নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জের বায়ুদূষণকারী ২টি প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সিনিয়র সহকারী সচিব ফয়জুল্লাহ আজাদের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম বায়ুদূষণ বন্ধ এ অভিযান চালায়। সন্ধ্যায় পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এএইচএম রাসেদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মোবারক হোসেন প্রসিকিউশন প্রদান করেন।

অযথা হর্ন আমাদের সন্তানদেরও বধির করছে

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ মোতাবেক "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে"

# পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়